বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
www.bangladeshbank.org.bd

সার্কুলার পত্র নং-এফইপিডি(আমদানি নীতি)১২৩/২০১০-৫৪৪

তারিখঃ চৈত্র ২৮, ১৪১৬ / এপ্রিল ১১, ২০১০

সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের
প্রধান কার্যালয়/প্রিন্সিপাল অফিস।

প্রিয় মহোদয়গণ,

ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে স্থানীয় মূল্য সংযোজনের মাত্রা পরিপালন প্রসংগে।

গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকসন্স, ২০০৯ (ভলিউম-১) এর ৭ম অধ্যায়ের ৩৫ ও ৩৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত স্থানীয় মূল্য সংযোজনের মাত্রা পরিপালন নিশ্চিতকরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক/অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উৎপাদন উপকরণাদি আমদানি/সংগ্রহের প্রাধিকার ঘোষিত রয়েছে।

০২। এ মর্মে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে যে, স্থানীয় মূল্য সংযোজনের বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা জারিকৃত আমদানি নীতি আদেশে উল্লেখিত স্থানীয় মূল্য সংযোজনের মাত্রা পরিপালন ব্যতিরেকে সীমাতিরিক্ত উপকরাণাদি আমদানি/সংগ্রহের লক্ষ্যে রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক/অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপন করা হচ্ছে। সাধারণ প্রাধিকার বহির্ভূত এহেন কার্যক্রম বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ এর বিধিবিধানের সুস্পষ্ট লংঘন।

এমতাবস্থায়, বৈদেশিক/অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকসন্স, ২০০৯ (ভলিউম-১) এর ৭ম অধ্যায়ের ৩৫ ও ৩৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্নিত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করার জন্য যথাসতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি মূল্য সংযোজনের বিষয়ে গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকসন্স, ২০০৯ (ভলিউম-১) এ জ্ঞাপিত নির্দেশনা এতদবিষয়ে পূর্বে জ্ঞাপিত অন্যকোন নির্দেশনার অতিক্রমনে প্রদত্ত হলো মর্মেও আপনাদেরকে অবহিত করা যাচ্ছে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

(খন্দকার আব্দুস সেলিম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৭১২০৩৭৫